সমকাল

তারিখ 08 APR 2014
পৃষ্ঠা ৮ ৩

বাকৃবিতে ৪১ বছরে ১৬ হত্যাকাণ্ড

■ আহাদ আলম শিহাব, *বাকৃবি সংবাদদাতা*

স্বাধীনতা-পরবর্তী ৪১ বছরে ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছেন। অথচ একটি হত্যাকাণ্ডেরও বিচার হয়নি। সর্বশেষ ১ এপ্রিল নিহত হন প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা সাদ ইবনে মমতাজ। সাদের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে ক্যাম্পাস উত্তাল।

ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ, প্রশাসন ভবন ঘেরাও ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন শিক্ষক সমিতির নেতাকর্মীরা। তবে আদৌ হত্যাকারীদের বিচার হবে কি-না, এ নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। সাদের বাবা কোনো মামলা করেননি। তিনি অভিযোগ করে বলেছেন, মামলা করে লাভ নেই। এতে বিচার পাওয়া যাবে না।

বিচার হয়নি একটিরও

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ছাত্র রাজনীতির জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ হয়েছে শতাধিকবার। এতে আহত হয়েছেন সহস্রাধিক। নিহত হন ১৬ জন। প্রথম খুনটি হয় ১৯৭৩ সালে। কর্মচারী-শিক্ষক-ছাত্র সংঘর্ষে প্রথম নিহত হন রঞ্জিত। এর পর থেকে শুরু হয় হত্যার রাজনীতি। টানা ১০ বছরের শান্ত ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয় ১৯৮৩ সালে। ওই বছরে ছাত্রদল নেতা এটিএম খালেদ নিহত হওয়ার জের ধরে গুলিতে নিহত হন ছাত্রলীগ ও বাকসু নেতা শওকত, ওয়ালী ও মহসিন।

এর পর টেন্ডারবাজি, সিট দখল, বাজেট বণ্টন ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ১৯৯৩ সালে খুন হন রেজাউর রহমান সবুজ। ১৯৯৪ সালে কর্মচারীর কলেজপড়ুয়া ছেলে, ১৯৯৫ সালে আলাউদ্দিন, শওকত, কবির ও হাসান নামে চার শিবিরকর্মী, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে খুন হন কামাল ও রঞ্জিত নামের দুই ছাত্রলীগ কর্মী। বাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৯৫ সালে হল দখল, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি ও সংঘর্ষের কারণে খুন হন চার শিবিরকর্মী।

বিএনপি ক্ষমতায় এলে ছাত্রদল চার গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। যার ফলে ২০০১ সালে খুন হন ছাত্রদল নেতা হাসু। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে যথারীতি ক্যাম্পাস ছেড়ে দেয় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। গুরুতর জখম হন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাওন। গ্রুপিংসহ বিভিন্ন কারণে আহত হন দুই শতাধিক শিক্ষার্থী।

গত বছরের ১৯ জানুয়ারি বাকৃবি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের গোলাগুলিতে নিহত হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছোট শিশু রাব্বী। ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দল, গ্রুপিং, নিয়োগ-বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মাদকসহ বিভিন্ন কারণে সভাপতি ও সম্পাদক গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

সর্বশেষ ১ এপ্রিল দলীয় কোন্দলে প্রতিপক্ষের পিটুনিতে গুরুতর আহত হয়ে মারা যান আশরাফুল হক হলের ছাত্রলীগের গত কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ ইবনে মমতাজ। বিচার পাওয়া যাবে না- এ আশঙ্কায় মামলা করেননি তার বাবা। তার বড় ভাই শঙ্কা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে একটি বিশেষ মহল জড়িত, তাই এর বিচার হবে না। তিনি বলেন, সাদের বন্ধুরা তাকে হত্যা করেছে, আর তারা ছাত্রলীগ করে।

তবে এসব হত্যাকাণ্ডের একটিরও বিচার হয়নি। শুধু পুষ্পমালা দিয়েই চলছে এঁদের প্রতি দলীয় ভালোবাসা। এসব হত্যা মামলা তদন্তে গঠিত হয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি। সেসব কমিটি শুধু নীরবতার স্বাক্ষর রেখে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। ফলে বিচার হয়নি কোনো অপকর্মের, এমনকি একটি খুনেরও।